

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বৃহস্পতিবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১৯ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-24 5 November 2026 ◆ Thursday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



শিলচর পুর নিগমের মেয়র অমরেন্দ্র পাল, উপমেয়র বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং

৪২ কাউন্সিলরের শপথগ্রহণে নতুন বোর্ডের যাত্রা শুরু

শিলচর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল শিলচর পুর নিগমের নতুন বোর্ড। বৃহস্পতিবার ৪২টি ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কমিশনারদের শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করল নতুন পুর পরিষদ। একই সঙ্গে পুর নিগমের মেয়র নির্বাচিত হলেন ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার অমরেন্দ্র পাল। উপমেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং। দু'জনের নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে সম্পন্ন হয়।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রাই ও কৃষ্ণেন্দু পাল, সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, সুস্মিতা দেব এবং কানাদ পুরকায়স্থ। তাঁদের উপস্থিতিতে নতুন বোর্ডের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পুর নিগমের দায়িত্ব গ্রহণের পর আগামী



পাঁচ বছর শহরের নাগরিক পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং সার্বিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই নতুন নেতৃত্বের সামনে প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

নতুন মেয়র ও উপমেয়রের নেতৃত্বে সব ওয়ার্ডের কমিশনারদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে শহরবাসীর মধ্যে। বিশেষ করে রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পথবাতি এবং পরিচ্ছন্নতার মতো দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যার দ্রুত সমাধান চান বাসিন্দারা। শহরের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি আধুনিক নাগরিক পরিষেবা চালু করা এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করা হচ্ছে।

শিলচরকে আরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও নাগরিক সুযোগসুবিধায় সমৃদ্ধ শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা নতুন বোর্ডের কাছে বড় পরীক্ষা। নির্বাচনের সময় উন্নয়নের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, দায়িত্ব গ্রহণের পর তা পূরণে কতটা দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে। পাঁচ বছরের মেয়াদে ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ধারণ, উন্নয়ন প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ নতুন পুর নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করবে।

পাখিরালয়ের সীমানা নিয়ে উদ্যোগ, বোর্দৈবাম জলাভূমি পরিদর্শনে রণোজ পেগু

গুয়াহাটি : প্রস্তাবিত পাখিরালয়ের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে সমাধানের উদ্যোগ নিল অসম সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু বোর্দৈবাম জলাভূমি পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন সার্কল অফিসার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। জলাভূমি সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষিজমি রক্ষার বিষয়টি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন মন্ত্রী। এদিন সার্কল অফিসারকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করে সীমানা সংক্রান্ত সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্র তৈরি এবং প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। পরিবেশ সংরক্ষণ ও কৃষকদের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য বলে এক্স-এ জানিয়েছেন পেগু।

ভূপেন হাজরিকার সুরে মিশেছিল অসম-বাংলা, স্মৃতিদিবসে শ্রদ্ধা সর্বানন্দের

শিলিগুড়ি : একদা পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতরত্ন ভূপেন হাজরিকার সৃষ্টির অন্যতম পীঠভূমি। এই ভূমির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি ও সুরের মধ্য দিয়েই অসম ও বাংলার মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক অনন্য সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকার স্মৃতিদিবসে এই মন্তব্য করে মহান শিল্পীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।



বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে ভূপেন হাজরিকার স্মৃতিদিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সোনোয়াল। তিনি বলেন, ভূপেন হাজরিকার সৃষ্টির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এক নিবিড় যোগসূত্র ছিল। তাঁর সংগীত ও কালজয়ী সৃষ্টিসম্ভার অসম ও বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল। দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৫১টি ওয়ার্ডেই জয়ের আশায় বিজেপি, দাবি মানিক সাহার

আগরতলা : আসন্ন পুর নির্বাচনে আগরতলা পুর নিগমের (এএমসি) ৫১টি ওয়ার্ডেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট জয়ী হবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার বিজেপির মনোনীত প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়নই হবে দলের প্রচারের প্রধান হাতিয়ার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়, আগরতলার মেয়র দীপক মজুমদার, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী-সহ দলের শীর্ষ নেতারা।



মানিক সাহা বলেন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা, নিকাশি ও সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়নকে সামনে রেখেই ভোটারদের কাছে যাবে বিজেপি। তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে রাজ্যের শহরাঞ্চলে নাগরিক পরিষেবার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। আগরতলায় মশার উপদ্রবও অনেক কমেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির ফলে মানুষ এখন অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করছেন বলেও দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, নির্বাচন শুধু জয়-পরাজয়ের বিষয় নয়, জনপ্রতিনিধিদের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্বও নিতে হয়।

উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে পিএম-ডেভাইন, অসমে পরিকাঠামো প্রকল্প চূড়ান্ত করতে বৈঠক হিমন্তর

গুয়াহাটি : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্প পিএম-ডেভাইনের অধীনে অসমে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এই প্রকল্পগুলির প্রস্তাব পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বৈঠকে পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিভিন্ন সরকারি ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত পরিকাঠামো প্রকল্পের বিস্তারিত উপস্থাপনা পেশ করা হয়।



বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে যাতে উন্নয়নের সুফল পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। প্রকল্পগুলির অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে কনসেপ্ট নোট এবং বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সেতু নির্মাণ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের ভবন এবং কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হস্টেল। পাশাপাশি প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার স্বার্থে পিএম-ডেভাইনের সমস্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন হিমন্ত। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই এই কেন্দ্রীয় উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এনআইওএস পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগ, হাইলাকান্দিতে প্রধান শিক্ষক-সহ আটক ২০

হাইলাকান্দি : এনআইওএসের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় একের পর এক অনিয়মের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল হাইলাকান্দিতে। প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্যের পরীক্ষা দেওয়া, অপ্রাপ্তবয়স্কদের পরীক্ষায় বসানো এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে উত্তর লেখার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার জেলা প্রশাসনের নির্দেশে লালা এলাকার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে অভিযান চালান রাজস্ব চক্র আধিকারিক সিদ্ধার্থ সোনোয়াল। গোবিন্দমল সুরনা হাইস্কুল থেকে কেন্দ্রের ইনচার্জ তথা প্রধান শিক্ষক-সহ ২০ জনকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ১৯ জন প্রক্সি পরীক্ষার্থী বলে অভিযোগ। পরে লিখিত মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এনআইওএসের হিন্দি পরীক্ষা চলাকালীন অনিয়মের ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রশাসন তৎপর হয়। জেলাশাসক জয় বিকাশের নির্দেশে এই অভিযান চালানো হয়।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ১৯ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

ভারতের রাজনৈতিক আখ্যান কি বদলাতে পারবে বিরোধীরা ?

নতুন করে আলোচনায় রামলীলা ময়দান

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রামলীলা ময়দান বারবার গণআন্দোলন ও রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী থেকেছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে বিরোধী জোটের সাম্প্রতিক আন্দোলন সেই ইতিহাসকে নতুন করে সামনে এনেছে। তবে জনঅসন্তোষকে শাসকপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী রাজনৈতিক বিকল্পে পরিণত করতে হলে বিরোধীদের প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী ঐক্য, সাংগঠনিক শক্তি এবং সুস্পষ্ট জাতীয় কর্মসূচি।

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, কোনও সরকারের উত্থান-পতন কেবল নির্বাচনী অঙ্কের উপর নির্ভর করে না। জনঅসন্তোষ, গণআন্দোলন এবং বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক বিকল্পের উত্থান অনেক সময় জাতীয় রাজনীতির গতিপথ বদলে দিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসকপক্ষও জনমতের পরিবর্তনে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। এই প্রেক্ষাপটে দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের সাম্প্রতিক সমাবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনেছে;জনঅসন্তোষকে কি এমন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেওয়া সম্ভব, যা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আখ্যান বদলে দিতে পারে?

১৯৭৫ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে রামলীলা ময়দান থেকেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যাপক গণপ্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ভারতীয় রাজনীতিতে ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটায়। দীর্ঘ সময় পর ২০১১ সালে আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনও রামলীলা ময়দানকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। সেই আন্দোলন তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে প্রবল চাপে ফেলেছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা কমে ৪৪-এ নেমে আসে।

তবে এই আন্দোলনগুলিকে একই সূত্রে বিচার করা ঠিক হবে না। প্রতিটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নেতৃত্ব, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জনসমর্থনের ভিত্তি ছিল আলাদা। কিন্তু একটি সাধারণ শিক্ষা স্পষ্ট;জনঅসন্তোষ যখন সংগঠিত রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর পায় এবং তার সামনে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হাজির হয়, তখন ক্ষমতাসীন শক্তির আধিপত্যও টলতে পারে।

এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশকে। এসআইআরের প্রতিবাদ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সেখানে বিরোধী নেতারা একজোট হন। রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী নেতৃত্ব নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন।

নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ভোটার তালিকার নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে ভুয়ো, পুনরাবৃত্ত এবং অযোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সংশোধন। অন্যদিকে বিরোধীদের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ভোটাররাও ভোটাধিকার হারাতে পারেন। বিভিন্ন প্রতিবেদনে ১৩ কোটিরও বেশি নাম বাদ যাওয়ার যে দাবি সামনে এসেছে, তা বিতর্ককে আরও তীব্র করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক অভিযোগ কিংবা প্রশাসনিক আশ্বাস;কোনওটিই স্বচ্ছ তথ্যের বিকল্প হতে পারে না। কত নাম বাদ পড়েছে, কী কারণে বাদ পড়েছে এবং কত প্রকৃত ভোটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তার নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রকাশ করা জরুরি।

কারণ, এই বিতর্ক কোনও একটি রাজনৈতিক দলের জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নয়। ভোটাধিকার গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। ভোটার তালিকা নিছক সরকারি নথি নয়, দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অংশগ্রহণের প্রবেশদ্বার। তাই তালিকা সংশোধনের প্রতিটি পদক্ষেপ হতে হবে স্বচ্ছ, ন্যায়সংগত এবং সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য। অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি আপিল ও সংশোধনের সুযোগও সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন।

তবে শুধু এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে বিকল্প শক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। বিরোধীদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিজেদের পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর করা। রাজ্যভিত্তিক স্বার্থ, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা এবং আসন ভাগাভাগির জটিলতা কাটিয়ে একটি অভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি তৈরি করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কৃষি সংকট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সম্প্রীতির মতো দৈনন্দিন সমস্যাগুলিকেও আন্দোলনের কেন্দ্রে আনতে হবে।

এল নিনোর ত্রিমুখী প্রভাবের আশঙ্কা : খাদ্যসংকট, জলসংকট ও অস্বাভাবিক গরমের সতর্কবার্তা

কুন্তল ডেকা

২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের ৪৫টি দেশের ২৭.৪ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়তে পারেন। ভারতে ধান-গমের উৎপাদন হ্রাস, খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত গরমে মৃত্যুর আশঙ্কা ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ।

নয়াদিল্লি: প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এল নিনোর প্রভাব নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দুর্বল বর্ষা, শীতকালেও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তাপমাত্রা এবং কৃষি উৎপাদনে সম্ভাব্য বিপর্যয়;এই তিনটি বিষয় ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশের সামনে জটিল পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর প্রভাব শুধু আবহাওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; খাদ্য সরবরাহ, পানীয় জলের প্রাপ্যতা, জনস্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ জীবিকার উপরও পড়তে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)-র সতর্কবার্তা অনুযায়ী, এল নিনো এবং অন্যান্য সংকটের সম্মিলিত প্রভাবে ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ ৪৫টি দেশের প্রায় ২৭.৪ কোটি মানুষ গুরুতর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়তে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তন, ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত এবং সারের সরবরাহে ঘাটতি এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

এল নিনোর প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কম বৃষ্টিপাত এবং মাটির আর্দ্রতা হ্রাসের ফলে খরিফ ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর পর শীতকালেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকলে গম, সর্ষে ও ছোলার মতো রবি ফসলের উৎপাদনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, ভুট্টার উৎপাদন ২৮ থেকে ৩২ শতাংশ, ধানের উৎপাদন ১২ থেকে ১৮ শতাংশ এবং ডালজাতীয় শস্যের উৎপাদন ১৪ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। তবে এই পরিসংখ্যান পূর্বাভাস, নিশ্চিত উৎপাদন হ্রাসের তথ্য নয়।

ফসলের উৎপাদন কমলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তার জেরে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনুমান অনুযায়ী, ভারতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এর প্রভাব বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবার এবং কৃষিনির্ভর মানুষের উপর বেশি পড়বে।

দুর্বল বর্ষার প্রভাব জলসম্পদের উপরও পড়তে শুরু করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ৮ অক্টোবরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ১৭৮টি প্রধান জলাধারে জলের মজুত স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় কম ছিল। দক্ষিণ ভারতের জলাধারগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

জলাধারে জলের পরিমাণ কমে গেলে কৃষিতে সেচ, শহরাঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহ এবং শিল্পক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার পাশাপাশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে জলাধার ও মাটি থেকে বাষ্পীভবনের হারও বাড়বে। ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরতা বেড়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদে জলস্তর আরও নেমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এল নিনোর আরেকটি সম্ভাব্য প্রভাব হল শীতকালেও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তাপমাত্রা। ২০২৬ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের বহু অঞ্চলে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক গড়ের চেয়ে বেশি থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব দুর্বল হলে তুষারপাতের পরিমাণ কমতে পারে। এর ফলে হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলির জলপ্রবাহেও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকেই গ্রীষ্মের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে কয়েকটি জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক তাপমাত্রার প্রভাব জনস্বাস্থ্যের উপর কতটা পড়তে পারে, তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাবের অনুমান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে গরমজনিত কারণে প্রায় ১৫,৮০০টি অতিরিক্ত মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, ল্যানসেট কাউন্টডাউনের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত আরেকটি অনুমানে ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে ভারতে ৫৫ হাজার এবং বিশ্বজুড়ে ৮.৫৭ লক্ষ অতিরিক্ত মৃত্যুর আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে।

এগুলি পূর্বাভাস মাত্র। প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা নির্ভর করবে তাপপ্রবাহের তীব্রতা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রস্তুতি, আগাম সতর্কবার্তা এবং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সুরক্ষার উপর। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং বাইরে কাজ করা শ্রমিকরা বেশি বিপদের মুখে পড়তে পারেন।

প্রচণ্ড গরমে হিট স্ট্রোক, শরীরে জলের ঘাটতি, হৃদ্রোগ এবং কিডনির সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। অন্যদিকে, বন্যা বা অনিয়মিত বৃষ্টির কারণে পানীয় জলের উৎস দূষিত হলে ডায়রিয়া, কলেরা ও টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়াতে পারে। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে গেলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের প্রকোপও বাড়তে পারে।

জলবায়ুজনিত সংকটের প্রভাব সমাজের সব অংশের উপর সমানভাবে পড়ে না। খাদ্য, জল এবং আয়ের অভাব দেখা দিলে মহিলা ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশি অসুরক্ষিত হয়ে পড়েন। অনেক পরিবারে খাদ্যসংকট দেখা দিলে মহিলারা নিজেদের খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেন। খরা ও বন্যার কারণে জল সংগ্রহ, ঘরের কাজ এবং পরিবারের দায়িত্বের বোঝাও তাঁদের উপর বাড়ে।

আর্থিক সংকটের ফলে শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিছু অঞ্চলে পরিবারের আর্থিক চাপের কারণে বাল্যবিবাহ ও ঘরোয়া হিংসার ঘটনা বাড়তে পারে বলেও বিভিন্ন গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গরমে সময়ের আগে প্রসব এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত জটিলতার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

এল নিনো হল প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের মধ্য ও পূর্ব অংশে সমুদ্রপৃষ্ঠের জল স্বাভাবিকের তুলনায় উষ্ণ হয়ে ওঠার একটি প্রাকৃতিক জলবায়ুগত ঘটনা। এর প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার স্বাভাবিক ধরন বদলে যেতে পারে। সাধারণত কয়েক বছর অন্তর এই ঘটনা দেখা যায় এবং এর সক্রিয়তা কয়েক মাস থেকে প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

ভারতের ইতিহাসেও এল নিনোর সঙ্গে খরার সম্পর্ক দেখা গিয়েছে। ১৯৮২, ১৯৮৭, ২০০২, ২০০৯ এবং ২০১৫ সালে এল নিনোর প্রভাবের সময় দেশে খরার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তবে প্রতিবার এল নিনো দেখা দিলেই যে ভারতে খরা হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। ভারত মহাসাগরীয় দ্বিমেরু-সহ অন্যান্য জলবায়ুগত উপাদানও বর্ষার বৃষ্টিপাত নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এল নিনোর প্রভাবে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে খরা, তাপপ্রবাহ এবং দাবানলের আশঙ্কা বাড়তে পারে। আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যার পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ একই জলবায়ুগত ঘটনা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

এল নিনোর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় কৃষি, জলসম্পদ এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে সমন্বিত প্রস্তুতি জরুরি। জল সংরক্ষণ, খরা সহনশীল ফসলের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের মজুত এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণে নজরদারি জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি, গরমের সময় শ্রমিক, প্রবীণ ও শিশুদের সুরক্ষায় আগাম সতর্কবার্তা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করাও জরুরি।

এল নিনোর প্রকৃত তীব্রতা এবং ভারতে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে এখনও পূর্বাভাসের অনিশ্চয়তা রয়েছে। তাই আতঙ্ক ছড়ানোর পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা এবং আগাম প্রস্তুতি নেওয়াই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সিয়াং বাঁধের প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার শান্তিপূর্ণ বন্ধ, ইটানগরে কড়া নিরাপত্তা

গ্রেফতারদের মুক্তি, নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার ও সমীক্ষা বন্ধের দাবি

ইটানগর : প্রস্তাবিত সিয়াং উচ্চ বহুমুখী প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গ্রেফতার ও আটক ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিতে বুধবার অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর রাজধানী অঞ্চলে ১২ ঘণ্টার বন্ধ পালিত হল। পিপলস রাইটস অ্যাকশন কমিটির (পিআরএসি) ডাকা বন্ধে মিশ্র সাড়া দেখা যায়। দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও সরকারি দফতর চালু ছিল, রাস্তায় যানবাহনও চলেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজধানী অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াটের সিয়াং উচ্চ বহুমুখী প্রকল্পের বিরুদ্ধে গত ২৩ অক্টোবর সিয়াং, ইস্ট সিয়াং ও আপার সিয়াং জেলায় বিক্ষোভ হয়। ওই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাঁরা গ্রেফতার বা



আটক হয়েছেন, তাঁদের মুক্তির দাবিতেই বুধবারের বন্ধ ডাকা হয়। আন্দোলনকারীরা প্রকল্প প্রভাবিত এলাকায় মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার, গ্রামপ্রধানদের (গাঁওবুড়া) বিরুদ্ধে জারি করা সাসপেনশন প্রত্যাহার এবং প্রকল্পের প্রাক্-সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিও জানান। পাশাপাশি রাজধানী অঞ্চলের রাস্তা মেরামত, প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ এবং অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা উন্নত করার মতো নাগরিক সমস্যাও তুলে ধরে পিআরএসি।

পুলিশের দাবি, বন্ধ চলাকালীন কোনও আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ইটানগর রাজধানী অঞ্চলের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নিরজুলির কাছে বাগে তিনালিতে প্রায় ৩০ জন বিক্ষোভকারী ইন্দিরা গান্ধী পার্কের দিকে মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সিভিল সচিবালয় ও লোক ভবনের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধ চললেও রাজধানী অঞ্চলের রাস্তায় যানবাহন চলাচল অব্যাহত ছিল; তবে পুলিশের বক্তব্য, অধিকাংশ রাস্তা ছিল ফাঁকা।

বিমল আকোইজামকে গ্রেফতারের আগে ৭ দিনের নোটিস দিতে নির্দেশ দিল্লির আদালতের



নয়াদিল্লি : যৌন হয়রানির মামলায় মণিপুরের কংগ্রেস সাংসদ তথা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) প্রাক্তন অধ্যাপক আংগোমচা বিমল আকোইজামের বিরুদ্ধে গ্রেফতার-সহ কোনও কঠোর পদক্ষেপ করার আগে সাত দিনের নোটিস দিতে হবে দিল্লি পুলিশকে। বৃহস্পতিবার আগাম জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি করে এই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির একটি বিশেষ আদালত।

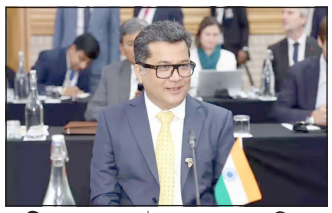
বিশেষ বিচারক দিগ বিনয় সিং নির্দেশে জানান, আকোইজামকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তার অন্তত সাত দিন আগে তাঁকে নোটিস দিতে হবে। এই মামলায় দিল্লি পুলিশের বক্তব্যও জানতে চেয়েছিল আদালত। মঙ্গলবার পুলিশের কাছে জবাব চাওয়ার পর বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেএনইউর একাধিক মহিলা ছাত্রীর আনা যৌন হয়রানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মামলাটি দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, চলতি বছরের মে মাসে অন্তত ১১ জন ছাত্রী তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আবাসনে বৈঠক বা আলোচনার অজুহাতে ডেকে যৌন হয়রানির চেষ্টা করার অভিযোগ জানান। কয়েকজন ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে অশালীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগও তুলেছেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি তদন্ত করে। অভিযোগকারী ছাত্রী, অভিযুক্তের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে কমিটি তার পর্যবেক্ষণ ও তদন্তের ফলাফল পুলিশের কাছে পাঠায়। এরপর জেএনইউর মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের দায়ের করা অভিযোগ এবং জমা দেওয়া নথির ভিত্তিতে গত ১২ অক্টোবর বসন্ত কুঞ্জ নর্থ থানায় আকোইজামের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশ।

এদিকে, অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর গত অক্টোবর মাসে আকোইজামকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে জেএনইউ কর্তৃপক্ষ। তবে এই সিদ্ধান্তকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি' বলে অভিহিত করেন তিনি। বরখাস্তের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস সাংসদ। অন্যদিকে, গত ২ নভেম্বর আকোইজামের চাকরি থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট।

ইবেরো-আমেরিকান সম্মেলনে স্প্যানিশে ভাষণ, প্রশংসা পেলেন পবিত্র মার্গারিটা



মাদ্রিদ : ইবেরো-আমেরিকান সম্মেলনে স্প্যানিশ ভাষায় ভাষণ দিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রশংসা কুড়োলেন ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটা। স্পেনে মাদ্রিদে আয়োজিত এই সম্মেলনে এ বছর প্রথমবার পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে যোগ দিয়েছে ভারত। দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মার্গারিটা। সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির পাশাপাশি মোট ৫৪টি দেশের প্রতিনিধি এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশ নিয়েছে। পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সহযোগিতা জোরদার করাই এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

ভারতের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে মার্গারিটা ইবেরো-আমেরিকান সদস্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রাধিকারও তুলে ধরেন তিনি। ভাষণের শুরুতে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখলেও পরে স্প্যানিশে কথা বলেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা তাঁর স্প্যানিশ ভাষার বক্তব্যকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানান। সংগঠনের অধিকাংশ সদস্য দেশ স্প্যানিশভাষী হওয়ায় এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে ভারতের অংশগ্রহণ ইবেরো-আমেরিকান সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় খুলেছে। এর মাধ্যমে ওই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও জোরদার করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

'দীপাবলিতে নয়, ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে গোলাপ দিন', রাহুলকে সংসদে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ হিমন্তের

গুয়াহাটি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কের প্রস্তাব দেওয়ায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে পাল্টা আক্রমণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর প্রশ্ন, সংসদে বিতর্কের জন্য স্পিকার থাকলে রাহুল কেন আলোচনাকে সংসদের বাইরে নিয়ে যেতে চাইছেন? রাহুলের প্রস্তাবের জবাবে হিমন্ত বলেন, বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুলের দায়িত্ব সংসদে বিতর্কে অংশ নেওয়া। কোথায় বিতর্ক চান; রাস্তায়, গলিতে, নাকি সংসদে;তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।



হিমন্তের কটাক্ষ, সংসদে স্পিকার থাকতে বিচারক হিসেবে মোহন ভাগবতকে কেন চাইছেন? আপনার মা ও বোনও তো সংসদে রয়েছেন, বিচারকের অভাব নেই। তাঁর এই মন্তব্যে সোনিয়া গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার প্রসঙ্গ ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত-মার্কিন চুক্তি নিয়ে মোদীর সঙ্গে বিতর্কের রাহুলের দাবির প্রসঙ্গ তুলে হিমন্ত বলেন, চুক্তি কোথায়? কোন চুক্তি নিয়ে বিতর্ক করতে চান? তাঁর বক্তব্য, সংসদে আলোচনা হলে বোফর্স কেলেঙ্কারি ও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো বিষয়ও উঠতে পারে। রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে রাস্তায় নামার প্রবণতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটা বাংলাদেশ বা নেপাল নয়। রাহুলের বিদেশ সফর এবং চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর কথিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পরামর্শ, ভালো নেতা হতে চাইলে সংসদে শান্তিপূর্ণভাবে বিতর্ক করুন।

হিমন্ত বলেন, রাহুল চান বিতর্ক হোক রাস্তায়, আর তাঁর মতে তা হওয়া উচিত সংসদে। কটাক্ষ করে তিনি যোগ করেন, পরের বার দীপাবলিতে নয়, ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে গোলাপ দিন। এর আগে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিরোধীদের দেশবিরোধী এবং বিদেশি শক্তির সঙ্গে যুক্ত বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে দু'জনের মুখোমুখি আলোচনা চান তিনি। সংবাদমাধ্যম ও তরুণদের উপস্থিতিতে টেবিলের দু'পাশে বসে বিতর্কের প্রস্তাব দেন রাহুল। আরএসএস প্রধানকে বিচারকের ভূমিকা নেওয়ার কথাও বলেন।

ত্রিপুরায় ভোটের আগে অস্ত্র পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার ২, উদ্ধার ৩ পিস্তল

আগরতলার বাত্তলা বাজারের কাছে পুলিশের অভিযান

আগরতলা : ত্রিপুরার পুরসভা নির্বাচনের আগে অস্ত্র পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার আগরতলার বাত্তলা বাজারের কাছে অভিযান চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে তিনটি পিস্তল, ছ'টি ম্যাগাজিন এবং ৭.৬৫ মিলিমিটার ক্যালিবারের ৫০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর রাজ্যে পুর ও নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন হওয়ার কথা।

সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পন্না লাল সেনগুপ্ত জানান, আগ্নেয়াস্ত্রের একটি বেআইনি চালান নিয়ে কয়েকজন সন্দেহভাজন ট্রেনে আগরতলায় আসছেন বলে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পায় পুলিশ। বাত্তলা এলাকার একটি জায়গায় অস্ত্রগুলি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

খবরের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ দল গঠন করা হয়। গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্যে সন্দেহভাজনদের গতিবিধির উপর নজর রাখেন সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরা। সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁদের আটকাতে গেলে দুই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করেন বলে পুলিশের দাবি। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দুই স্বাধীন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র



ও গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া পিস্তলগুলি ইতালিতে তৈরি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

গ্রেফতার দু'জনই ত্রিপুরার বাইরের বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন সেনগুপ্ত। তবে তদন্ত চলায় তাঁদের পরিচয় বা সম্ভাব্য যোগসূত্র নিয়ে বিস্তারিত জানাতে চাননি তিনি। অস্ত্রগুলির উৎস, কার কাছে সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল এবং এই চক্রে আরও কেউ যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রাথমিক গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, ধৃতরা অস্ত্রের ক্রেতা নয়, সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন বলে সন্দেহ। তবে তাঁদের সম্ভাব্য সহযোগীদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। ২৭ নভেম্বরের নির্বাচনের আগে এই গ্রেফতারি ঘিরে অস্ত্রের সরবরাহ চক্রের তদন্তে জোর দিয়েছে পুলিশ।

ইরান যুদ্ধে আমেরিকার সিদ্ধান্ত, দায় ঝাড়ল ইজরায়েল!

ট্রাম্পের দলের ভোটবিপর্যয়ের পর বদলাচ্ছে তেল আভিভের সুর



তেল আভিভ : ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। ইজরায়েল শুধু ওয়াশিংটনের সেই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের প্রতিনিধি ড্যানি ড্যাননের এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল মধ্যবর্তী নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর তেল আভিভের এই অবস্থান পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাঁদের মতে, যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দায় থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতেই এমন মন্তব্য করছে ইজরায়েল।

ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ড্যানি ড্যানন বলেন, তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং ইরান যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ইজরায়েলকে দায়ী করা অন্যায্য। তাঁর কথায়, ইরানে হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমেরিকা, ইজরায়েল নয়। আমরা কেবল ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলাম। আমাদের মতে, সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, সব সমস্যার জন্য ইজরায়েলকে দায়ী করা অত্যন্ত সহজ।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ড্যাননের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও ইরান যুদ্ধ এবং আমেরিকা-ইজরায়েল সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন। বুধবার এক বার্তায় ভ্যান্স জানান, মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ইরান যুদ্ধ। তাঁর মতে, মার্কিন ভোটারদের একটি বড় অংশ এই সংঘাতকে সমর্থন করেননি। যুদ্ধের বিরূপ প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের মনোভাবেও।

ভ্যান্সের বক্তব্য, ২০২৪ সালে যাঁরা ট্রাম্প ও তাঁকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের একাংশ এখন ডেমোক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকেছেন। এই পরিস্থিতিতে রিপাবলিকান দলকে ফের জনসমর্থন ফিরে পেতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ করে ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের ধরন নতুন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এদিন তাঁর বক্তব্যে 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়।

উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের প্রভাবে আমেরিকায় জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান খরচকে নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করেছিল ডেমোক্র্যাটরা।

'গোপন বিদেশ সফর বন্ধ করুন', রাহুলকে সাত দফা পরামর্শ রিজিজুর



নয়াদিল্লি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে যখন উত্তাপ বাড়ছে, তখন রাহুলকে সাত দফা পরামর্শ দিয়ে নতুন করে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেস যদি আগামী দিনে নির্বাচনে ভালো ফল করতে চায়, তবে রাহুলকে কয়েকটি অভ্যাস বদলাতে হবে। বিশেষ করে গোপন বিদেশ সফর এবং ভারতবিরোধী শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ করা উচিত তাঁর।

সম্প্রতি রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে সাত দফা পরামর্শের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন রিজিজু। এক্স হ্যান্ডলে সেই তালিকা পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, পরামর্শগুলি মেনে চললে সংসদে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা বাড়তে পারে। তাঁর প্রথম পরামর্শ, রাহুলের উচিত ভারতে আরও বেশি সময় কাটানো এবং ঘনঘন গোপন বিদেশ সফর এড়িয়ে চলা। পাশাপাশি প্রবীণদের সম্মান করা এবং তাঁদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা ও মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণের কথাও বলেছেন তিনি।

রিজিজুর আরও পরামর্শ, ভারতবিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে রাহুলকে। বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি ঘৃণার মনোভাব ত্যাগ করে বিজেপিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। সংসদীয় কাজকর্মেও আরও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, সংসদে বিতর্ক ও আলোচনায় সাংসদদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সংসদের একটি পুরনো ভিডিও-ও এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে রাহুলের ভাষণের সময় বিরোধী সাংসদদের কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।

ইউরোপের একাধিক বিমানে বোমাতঙ্ক, সাত উড়ানে বিঘ্ন

বেলজিয়াম : ইউরোপের একাধিক দেশের বিমানে বোমাতঙ্ক ঘিরে বৃহস্পতিবার চরম সতর্কতা জারি হল। ইটালি, বেলজিয়াম ও বুলগেরিয়াগামী অন্তত সাতটি বিমান এবং একটি প্রমোদতরীতে হুমকি ফোন ও ইমেল আসার পর বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে। ডাবলিন থেকে রোমগামী এয়ার লিঙ্গাসের একটি বিমানকে ফ্রান্সের এভরেক্সে জরুরি অবতরণ করানো হয়। ব্রাসেলসে অবতরণ করে পোলিশ বিমান সংস্থা এলওটি-র একটি বিমান। হেলসিংকি থেকে আসা ফিনএয়ারের বিমানকে এসকর্ট করে রোমে নিয়ে যায় ইটালীয় বিমানবাহিনী। বুলগেরিয়াতেও তিনটি বিমান জরুরি অবতরণ করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোথাও বিস্ফোরক মেলেনি। হুমকির উৎসও জানা যায়নি।

পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে ভারতের জন্য হরমুজ খুলল ইরান,

জ্বালানি ও বাণিজ্যে বড় স্বস্তি দিল্লির



নয়াদিল্লি : যুদ্ধের আবহে পাকিস্তানকে কার্যত ব্রাত্য রেখে ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে ছাড়পত্র দিল ইরান। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে অবাধে চলাচল করতে পারবে ভারতীয় জাহাজগুলি। মঙ্গলবার ইরানের এক শীর্ষ কর্তার এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি ফিরেছে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহলে। ভারত ছাড়াও চিন, ইরাক ও কাতারকে এই বিশেষ অনুমতি দিয়েছে তেহরান। তবে পাকিস্তান-সহ বাকি দেশগুলির জন্য এখনও বন্ধ রয়েছে হরমুজের দরজা।

ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশনীতি বিষয়ক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আমির হায়াত মোকাদ্দাম মঙ্গলবার জানান, ভারত, চিন, ইরাক ও কাতারের জাহাজগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই চার দেশের জাহাজ অবাধে চলাচল করতে পারবে। এমনকী আমেরিকাও তাদের চলাচলে বাধা দেবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। যদিও অন্য দেশগুলির ক্ষেত্রে এই ছাড় কার্যকর হচ্ছে না।

বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, তেহরানের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থ। ভারত ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারতের উপর নির্ভরশীল তেহরান। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ওষুধ উৎপাদনকারী দেশ। ফলে চলমান সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার জেরে ইরানে যে ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রীর সংকট তৈরি হয়েছে, তা কাটাতে ভারতের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, চিন ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বেজিংয়ের কূটনৈতিক সমর্থনও তেহরানের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইরাক ও কাতারের সঙ্গে ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক সম্পর্কের বিষয়টিও এই সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

উল্লেখ্য, হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান জলপথ। বিশ্বের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে সেখানে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম এবং সরবরাহে বড়সড় প্রভাব পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের জন্য বিশেষ ছাড়পত্র পাওয়াকে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বড় স্বস্তি হিসেবেই দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল।

ধর্মঘট বা কাজ বন্ধ করলেই গ্রেপ্তার, কমিউনিস্টদের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নয়া শিল্পনীতি ঘোষণার পরই কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর



কলকাতা : রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ ফেরাতে কোনওভাবেই কারখানায় ধর্মঘট বা কাজ বন্ধের আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না। কাজ বন্ধ করে কারখানার গেটে ঝামেলা সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিন জেলে রাখা হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার পর এভাবেই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিশেষ করে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, কমিউনিস্টদের বলে দেবেন, যাঁরা কাজ বন্ধ করবেন, তাঁদের কাজ বন্ধ করে দেব। জেলে ঢোকাব। অনেক দিন জেলে থাকবেন। শ্রমিকদের কোনও অভিযোগ থাকলে তা নিয়ে লেবার কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এদিন ইকো পার্ক থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি ২০২৬' ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-সহ বিশিষ্টরা। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাম ও তৃণমূল আমলের ভুল শিল্পনীতির কারণে বাংলায় শিল্পের পরিবেশ নষ্ট হয়েছিল। বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে লগ্নি করতে আগ্রহ হারিয়েছিলেন।

নয়া শিল্পনীতিতে জমি সংক্রান্ত জটিলতা কাটানো, বিনিয়োগে অতিরিক্ত ইনসেনটিভ এবং দক্ষ শ্রমিকদের কাজে লাগানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে বিনিয়োগ ও ইনসেনটিভ নির্ভর জমিনীতি গ্রহণ করেছে সরকার। শিল্পস্থাপনের পথে দীর্ঘদিনের বাধা দূর করাই এর লক্ষ্য। শুভেন্দুর বক্তব্য, শিল্পের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি।

দিল্লির বিষবাতাসে ফের বিপর্যস্ত জনজীবন

বায়ুর গুণমান ‘অতি খারাপ’ থেকে ‘ভয়াবহ’ স্তরে, দূষণের দায় শুধু খড় পোড়ানোর উপর চাপিয়ে লাভ নেই

শীতের শুরুতেই ফের বিষাক্ত ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকল রাজধানী। টানা তিন দিন ধরে দিল্লির বায়ুর গুণমান ‘অতি খারাপ’ স্তরে রয়েছে। বায়ুর গুণমান সূচক বা একিউআই পৌঁছেছে ৩৬৯-এ। শহরের ২০টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে দূষণের মাত্রা ‘ভয়াবহ’ স্তরে নেমে এসেছে। বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা পিএম ২.৫-এর আধিক্য পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। এই অতি সূক্ষ্ম কণা ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহেও মিশে যেতে পারে। ফলে দূষণ এখন শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, জনস্বাস্থ্যেরও গুরুতর বিপদ।

দিল্লির দূষণের জন্য কোনও একটি কারণকে দায়ী করা যায় না। সারা বছর যানবাহনের ধোঁয়া, রাস্তার ধুলো, নির্মাণকাজ, শিল্পকারখানার নির্গমন, বর্জ্য ও জৈব পদার্থ পোড়ানো এবং গৃহস্থালির জ্বালানি থেকে দূষণ ছড়ায়।

অক্টোবর-নভেম্বরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় পঞ্জাব, হরিয়ানা-সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ধোঁয়া। দীপাবলির বাজিও দূষণের মাত্রা সাময়িকভাবে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু প্রতি বছর দূষণের দায় শুধু



কৃষকদের খড় পোড়ানোর উপর চাপিয়ে দিলে সমস্যার মূল কারণ আড়ালেই থেকে যায়।

গত বছরের নভেম্বরের হিসাব বলছে, দিল্লির পিএম ২.৫ দূষণে খড় পোড়ানোর অবদান ছিল প্রায় ৭ শতাংশ, আগের বছর যা ছিল প্রায় ২০ শতাংশ। তা সত্ত্বেও মাসের দীর্ঘ সময় বায়ুর গুণমান ‘অতি খারাপ’ থেকে ‘ভয়াবহ’ স্তরে ছিল। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের বিশ্লেষণেও স্থানীয় দূষণের উৎসগুলিকে বায়ুর মান খারাপ থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

২০২৬ সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লির বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর বা বাউন্ডারি লেয়ার এক কিলোমিটারের নিচে ছিল। এই স্তর যত নিচু থাকে, দূষিত বাতাস তত কম জায়গায় ছড়াতে পারে এবং পিএম ২.৫-এর ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ফসল কাটার মরশুম, উৎসব, তাপমাত্রার পতন এবং বাতাসের গতিহীনতা; সবই প্রতি বছর প্রায় একই সময়ে ফিরে আসে। অথচ সেই অনুযায়ী আগাম প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা দেখা যায় না।

দূষণ মোকাবিলায় গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা জিআরএপি চালু রয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার বড় সীমাবদ্ধতা হল, বায়ুর মান ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠার পরই কড়া বিধিনিষেধ কার্যকর হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ১৭ বার এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৩ বারই দূষণ নির্ধারিত সীমা ছাড়ানোর পর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের (সিআরইএ) হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নভেম্বরে দিল্লিতে পিএম ২.৫-এর গড় ঘনত্ব ছিল প্রতি ঘনমিটারে ২৪৯ মাইক্রোগ্রাম; আট বছরের মধ্যে ওই মাসের সর্বোচ্চ। পূর্বাভাসে দূষণের ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও জিআরএপির কঠোরতম বিধিনিষেধ কার্যকর করতে দেরি হয়েছিল বলেও সংস্থাটি জানিয়েছিল।

সমস্যার আর একটি বড় দিক প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব। দিল্লির বায়ুদূষণ কোনও প্রশাসনিক সীমানা মেনে চলে না। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও দিল্লি একই বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলের অংশ।

অথচ প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত আলাদা। এই সমন্বয়ের ঘাটতি দূর করতে গঠিত হয়েছে কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বা সিএকিউএম। কিন্তু শুধু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেই হবে না, তার নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮-১৯ সাল থেকে ফসলের অবশিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ৩,১২০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে। ২০২৬ সালে খড় পোড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে কমিশন।

অন্যদিকে, দিল্লির ২০২৬-২৭ সালের শীতকালীন দূষণ মোকাবিলা পরিকল্পনায় ১ নভেম্বর থেকে নির্মাণকাজের ধুলো নিয়ন্ত্রণে নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দূষণের মরশুম শুরু হওয়ার আগেই পরিকল্পনা ঘোষণা করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার বাস্তবায়নই শেষ পর্যন্ত ফল নির্ধারণ করবে।

দিল্লির দূষণ মোকাবিলায় শীতকালীন জরুরি ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে সারা বছরের পরিকল্পনা প্রয়োজন। যানবাহনের নির্গমন কমাতে উন্নত ও সহজলভ্য গণপরিবহণ, রাস্তার ধুলো নিয়ন্ত্রণে যান্ত্রিক ঝাড়াই, নির্মাণবিধি কঠোরভাবে কার্যকর করা, শিল্পে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার এবং খোলা জায়গায় বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে দূষণের উৎসগুলির উপর নিয়মিত নজরদারি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা জরুরি।

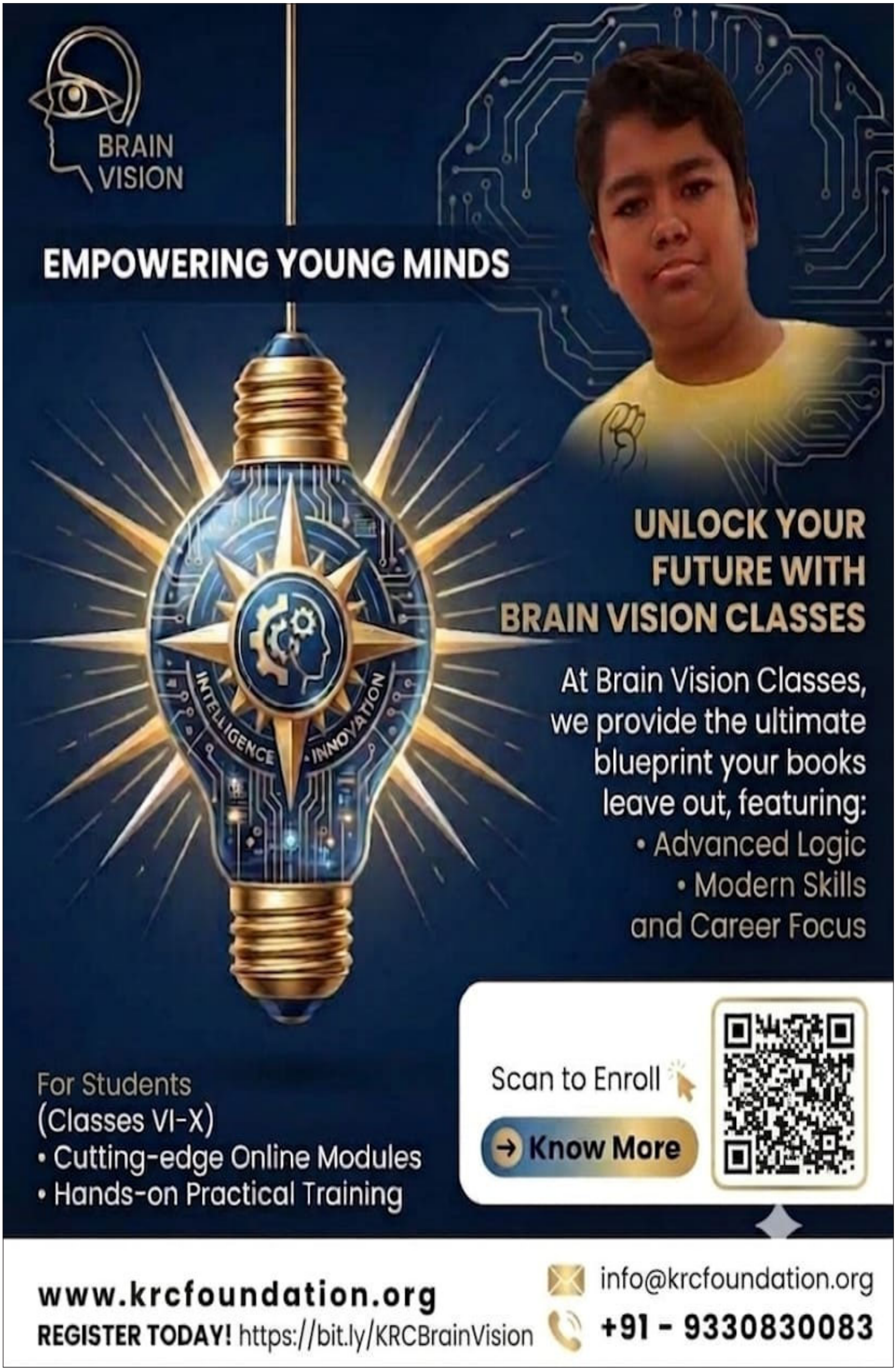
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আবহাওয়া ও দূষণের পূর্বাভাসকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি করতে হবে। কয়েক দিন আগেই যখন ভয়াবহ দূষণের আশঙ্কা জানা যায়, তখন পরিস্থিতি সীমা ছাড়ানোর অপেক্ষা না করে আগাম পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

প্রতি বছর শীত এলেই দিল্লিকে দূষণ থেকে বাঁচানোর জরুরি তৎপরতা শুরু হয়। কিন্তু কয়েক মাসের অভিযান দিয়ে বছরের পর বছর জমে থাকা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। রাজধানীর মানুষের জন্য নির্মল বাতাস নিশ্চিত করতে হলে দূষণ নিয়ন্ত্রণকে মৌসুমি অভিযান নয়, সারা বছরের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার হিসেবে দেখতে হবে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard